কুষ্টিয়ায় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযানে ২ লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় ভোক্তা অধিকার ও র্যাবের বিশেষ অভিযানে ভেজাল পণ্য তৈরির কারখানার খোঁজ মিলেছে। পরে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে র্যাব-১২ কুষ্টিয়ার কম্পানি কমান্ডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান ও জেলা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডলের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান চালায়।

র্যাব জানায়, ওই কারখানা থেকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে ভেজাল কসমেটিকস, অলিভ ওয়েল এবং সুগন্ধি তেলসহ আরো অনেক পণ্য জব্দ করা হয়।

জেলা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান চালানো হয়। এসময় ‘অথই কসমেটিকস’ নামে একটি্ প্রতিষ্ঠানে তারা দীর্ঘদিন ধরে ভেজাল পণ্য উৎপাদন ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাত করে আসছিল।

এসময় বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে ভেজাল কসমেটিকস, অলিভ ওয়েল এবং সুগন্ধি তেল উৎপাদন ও বিক্রয় করার অপরাধে অথই কসমেটিকস এর সত্ত্বাধিকারী মোঃ রুহিন আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪১ ধারা মোতাবেক ২ লাখ টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। পাশাপাশি লক্ষাধিক টাকার ভেজাল কসমেটিকস এবং কসমেটিকস তৈরির উপকরণ ধ্বংস করা হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন ও র্য্যাব-১২’র সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ভেজাল সার বাজারজাত করায় মালিকের জেল-জরিমানা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ভেজাল ও নিম্নমানের সার বাজারজাত করায় মিলন আহমেদ (৩২) নামে এক যুবককে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে তাকে একলাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

সোমবার (৯ জানুয়ারি) বেলা ২টার দিকে মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মো. হারুন অর রশিদ এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, মিলন ২০২০ সালে স্থানীয় থানাপাড়া এলাকায় ম্যারিকো অ্যাগ্রোভেট নামে সার মোড়কজাত করার লাইসেন্স নেন। সেখান থেকে তিনি নিম্নমানের ভেজাল সার বাইরে থেকে সংগ্রহ করে মোড়কজাত করেন। এরপর সেটি বাজারে বিক্রি করে আসছিলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আরও জানান, সারের বিষয়ে সন্দেহ হলে সেটি ল্যাবে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। পরীক্ষা করে ভেজাল শনাক্ত হয়। ভেজাল সারের বিরুদ্ধে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ইউএনও জানান, সার ব্যবস্থাপনা আইনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় অভিযুক্ত মিলন আহমেদকে সাত দিনের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ২০২২-২৩

আখ মাড়াই মৌসুমের উদ্ধোধন

ঐতিহ্যবাহী দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানি চিনিকলের ২০২২-২৩ আখ মাড়াই মৌসুমের উদ্ধোধন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে । শুক্রবার বেলা ৩ টার দিকে কেরুজ কেইন কেরিয়ার প্রাঙ্গণে উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে কুরআন থেকে তেলোয়াত করেন কেরুজ জামে মসজিদের পেশ ইমাম শামসুজ্জোহা।

প্রধান অতিথী থেকে মাড়াই মৌসুমের উদ্ধোধন করেন বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনিশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু। বলেন আমরা চিনির মৃল্য ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা বাড়িয়েছি আমরা আশা করছি তার থেকেও আখের মৃল্য বেশি করবো।এবং চাষীরা যাতে আখ চাষ করে আমরা সেদিকে খেয়াল করছি।আগামীতে মিল আরও বেশি দিন চলবে।

কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মাহাফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) মুন্না বিশ্বাস, জিএম সম্প্রসারণ সদর দপ্তরের আহসান হাবিব, কেরুজ চিনিকলের জিএম কৃষি আশরাফুল আলম ভূইয়া’র উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন, কেরুজ চিনিকলের সদ্য যোগদানকৃত জিএম প্রশাসন ইউসুফ আলী,কেরুজ চিনিকলের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত জিএম প্রশাসন শেখ শাহাব উদ্দিন, ইক্ষু গবেষণার উদ্ধোতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জামাল উদ্দিন, কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহাম্মেদ সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স,ব্যবস্থাপক খামার সুমন কুমার সাহা, সহ- সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, সহ সহ-সাধারণ সম্পাদক খবির উদ্দিন, উপব্যবস্থাপক(প্রশাসন) মাসুদ রেজা, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি এএইচ এম লুৎফুল কবীর, কেরুজ আখচাষী কল্যাণ সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বারী প্রমুখ।এশিয়া মহাদেশ তথা বাংলাদেশের রাষ্টায়ত্ত চিনিকল গুলোর মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম চিনিকল দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানি। এ ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠানটির ২০২২-২৩ আখ মাড়াই মৌসুমে কেইন কেরিয়ারে আখ নিক্ষেপ করে উদ্বোধন করা হয়।

এ বছর ৫৩ মাড়াই কার্য দিবসে ৬১ হাজার ৫’শ মেট্রিক টন ইক্ষু মাড়াই করে ৩ হাজার ৮৪০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মিলের মিল উদ্বোধন করা হয় । চিনিকল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, এবার ৪ হাজার ২৩০ একর জমিতে আখ দণ্ডায়মান রয়েছে। যার মধ্যে কেরুজ নিজস্ব জমির পরিমাণ ১ হাজার ৫০ একর। বাকী ৩ হাজার ১৮০ একর কৃষকদের জমিতে আখ চাষ করা হয়েছে। আখের সঠিক পরিচর্যা, আধুনিক পদ্ধতিতে আখচাষ ও মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ কর্মকর্তাদের সার্বিক দেখভালের কারণে এবার আখের ফলন ভালো হয়েছে। যে কারণে ধারণা করা হচ্ছে আখ মাড়াইসহ চিনি উৎপাদনের লক্ষমাত্রা অর্জন সক্ষম হবে। সেই সাথে চিনি আহরণের গড় ৬.২ লক্ষ মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ আখ রোপণ মৌসুমে আনুষ্ঠানিকভাবে আখ রোপণ শুরু করা হয় গত ১ সেপ্টেম্বর। এ বছর ৭ হাজার জমিতে আখ রোপনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষে শামীম হোসেন ও ইসমাইল হোসেনকে আখ বেশি রোপন করায় শেষ্ঠত্ব ক্রেষ্ট তুুলে দেন বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনিশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু।অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া।

দামুড়হুদার কাদিপুর মরা গাং’র মাছ হরি লুট: সংঘর্ষের আশঙ্কা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কদিপুর মরাগাং এর মাছ লুট করে নিয়েছে এলাকার কিছু চিহ্নিত দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার সকাল ৬টার দিকে মরাগং এ বেড়ী জাল ফেলে সব মাছ লুট করে নেয় তারা। মাছ লুটের ঘটনায় কাদিপুর গ্রামে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোনো সময় ঘটতে পারে গ্রামবাসীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, কাদিপুর মরা গাংটি জনগণের জন্য উন্মুক্ত। ওই গাং এ ব্যক্তিগতভাবে মাছ চাষের কোন সুযোগ নেই। গাংটি কাউকে সরকারি ভাবে ইজারা দেওয়া হয়নি। গাংটি দীর্ঘদিন উন্মুক্ত ছিল। গাংটি কাউকে ইজারা না দেওয়ার কারণে দামুড়হুদা

উপজেলা প্রশাসন জনগণের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু সরকারের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে উপজেলা প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কাদিপুর গ্রামের সোলাইমান হকের ছেলে ওসমান (৪৫), ইসমাইল হোসেনের ছেলে ফারুক হোসেন (৩৮), মৃত জামাত আলীর ছেলে কামাল হোসেন (৪২), সাদেক আলীর জামাই হাফিজুল (৪৪), ভাগ্যিবান এর ছেলে মুনশাদ (৪৩), আব্দুর রহিমের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৩৭), ইন্তাজ মাওলানার ছেলে আসাদুল হক (৪০) এসব মাছ লুট করছে বলে একাধিক প্রাপ্ত তথ্যে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

গতকাল ভোর বেলা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত তারা এসব মাছ লুট করে। এসময় স্থানীয়রা বাধা দিলেও তাতে তারা কোন কর্ণপাত করেনি। তাদেরকে ভয় ভীতি দেখিয়ে মরা গাং এর মাছ লুট করে নেয়।

এবিষয়ে ওসমান বলেন, আমরাই মাছ ছেড়েছিলাম আমরাই মাছ ধরে নিয়েছি। আবারও মাছ ছাড়বো।

এ বিষয়ে মুনসাদ বলেন, আমিও গাং এ পার্টনার ছিলাম। আমাদের মাছ আমরা ধরে নিয়েছি। গাংটি কার কাছ থেকে লিজ নিয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারিনী পুর গ্রাম এবং বাস্তব পুর গ্রামের মানুষজনের কাছ থেকে লিজ নিয়েছি। কাদেরকে লিজের টাকা দিয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এবার ঝামেলার কারণে কাউকে টাকা দেয়া হয়নি।

এ বিষয়ে ইউপি সদস্য শাহ জামাল বলেন, সবাই জানে গাংটি উন্মুক্ত। শত শত গ্রামবাসীর মধ্যে থেকেই সকলের সামনে গাং’র মাছ লুট করে নিয়ে যায়। তারা দুইদিন অর্থাৎ শুক্রবার ভোরে এবং শনিবার ভোরে মাছ লুট করে। শুক্রবার ভোরে যে মাছ ধরেছিল সেই মাছ ৩২ হাজার টাকায় বিক্রি করেছে বলে জানতে পেরেছি। গতকাল শনিবার যে মাছ ধরেছিল সেই মাছ কত টাকায় বেচাকেনা হয়েছে তা জানিনা।

উন্মুক্ত গাং’র মাছ এভাবে লুট করে নিয়ে গেলে যে কোন সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানান তিনি। গাংটি যখন কারো নামে সরকার লিজ দেইনি তাহলে গাং’র মাছ লুট করলে যেকোনো সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বেন তারা। তিনি আরো বলেন আজ ভোরেও আবারো মাছ লুট হতে পারে বলে শুনেছি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম বলেন, ঘটনাটি শুনেছি আমি, বিষয়টি দেখছি।

দামুড়হুদা বালাইনাশক ও সার বিক্রেতা কমিটির সভাপতি রাজ্জাক ও সম্পাদক মিনহাজ

দামুড়হুদা উপজেলা বালাই নাশক ও খুচরা সার বিক্রেতা সংগঠনের আলোচনা সভা ও কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা বাজার বণিক সমিতির কার্যালয়ে এই আলোচনা সভা ও কমিটি গঠন করা হয়।

দর্শনা পৌর বালাই নাশক সমিতির সভাপতি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও একটি পৌর কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক দের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা শেষে ইউনিয়ন ও পৌর কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকদের সর্বসম্মতি ক্রমে আব্দুর রাজ্জাক কে সভাপতি ও মিনহাজ উদ্দীন কে সাধারন সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি আজিজুর রহমান,সহ-সম্পাদক আব্দুর রব,সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল উদ্দীন (সেন্টু),অর্থ সম্পাদক সোয়াইব হোসেন,সদস্য মিজানুর রহমান,আহসান কবির (রিপন),আব্দুর রাজ্জাক,আকরাম হোসেন,ছিদ্দীকুর রহমান,আব্দুল খালেক,হাসিবুর রহমান,রবিউল হক ও দাউদ হোসেন।

মুজিবনগরে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার (১৩ই ডিসেম্বর) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম এ অভিযানে সহায়তা করে।

সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, অভিযানে মুদিখানা, ফার্মেসি, সার-কীটনাশকসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। শিবপুর গলাকাটা মোড়ে মেসার্স আয়ান স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয় ও নির্ধারিত মুল্য থেকে অধিক মুল্যে পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ও ৫১ ধারায় ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপর একটি প্রতিষ্ঠান মেসার্স আজমির ট্রেডার্স নামক প্রতিষ্ঠানকে পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে ৩৮ ও ৫১ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও খারাপ পণ্যগুলো জনসম্মুখে নষ্ট করা হয় এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার মনোহরপুর ও কুলবাড়ীয়া বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের

মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম এ অভিযানে সহায়তা করে।

সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, অভিযানে মুদিখানা, ফার্মেসি, সার-কীটনাশকসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। কুলবাড়ীয়া বাজারে মেসার্স রাফিক স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে বাচ্চাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ চকলেট, বিস্কুট, কোমলপানীয়, সাবান, চানাচুরসহ ফ্রিজ ও র্যাক থেকে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য জব্দ করা হয়। মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

মনোহরপুর এলাকায় অপর একটি প্রতিষ্ঠান মেসার্স রফিজা ট্রেডার্স নামক সার-কীটনাশকের প্রতিষ্ঠানকে, অতিরিক্ত দামে সার বিক্রয়, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করা ও সারের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ও ৪০ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও খারাপ পণ্যগুলো জনসম্মুখে নষ্ট করা হয় এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদায় অবৈধ ভাবে গড়ে উঠেছে ইটভাটা অবাধে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ

দামুড়হুদায় সরকারী নিয়ম-নিতির তোয়াক্কা না করে যত্রতত্র ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে ইটভাটা। এসব ভাটায় অবাধে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ ও ফসলি জমির মাটি। যেমন পরিবেশ দুষন হচ্ছে, তেমনি বাড়ছে রোগবালাই। এতে করে উজার হচ্ছে বাগান তেমনি উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষি জমি, একই ভাবে নষ্ট হচ্ছে সড়ক। এসব ভাটা ঘন বসতি গ্রাম থেকে বেশির ভাগই

গড়ে উঠেছে এক থেকে দুই কিলোমিটারের ভিতরে তেমনি তিন ফসলি জমিতে।বেশির ভাগই নেই লাইসেন্স,পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র।

তথ্য সূত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলায় ৪০টি ইটভাটা রয়েছে এরমধ্যে ৩০টি নিবদ্ধিত পরিবেশ অধিদপ্তরের লাইসেন্স বা ছাড়পত্র নেই। এগুলো অবৈধ ভাবে পরিচালিত হচ্ছে।হাতে গোনা কয়েকটির বৈধ কাগজপত্র থাকলেও অধিকাংশ ভাটাই জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কাঠ। তবে এর অধিকাংশই ফসলি জমির পাশে। এসব ভাটার পাশের জমিতে রয়েছে আমন ধানসহ বিভিন্ন ফসল। ভাটা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় ধানক্ষেত বিভিন্ন ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। এতে ভাটার আশপাশের গ্রামীণ জনপদের জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় দামুড়হুদা উপজেলার চুয়াডাঙ্গা দর্শনা প্রধান সড়কের সাথে জয়রামপুর শাহ্ পাড়ায় গড়ে উঠেছে শেখ ব্রিকস, দামুড়হুদা মুজিবনগর সড়কের সাথে গড়ে উঠেছে দেশ ব্রিকস, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছাড়িয়ে রয়েছেন সোনালী ব্রিকস, একই সড়কের নাপিতখালি বদনপুর মোড় নামক স্থানে মসজিদ ও কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে গড়ে তুলা হয়েছে রেড ব্রিকস ও বোস ব্রিকস, কিছু পথ এগিয়ে মোক্তারপুর নামক স্থানে গড়ে উঠেছে রেড ব্রিকস -২, কার্পাসডাঙ্গা- মুজিবনগর সড়কের কানাঈডাঙ্গা মোড়ের আগের ২ টি ভাটা সহ উপজেলার বেশির ভাগ ইটের ভাটাগুলোতেই পুড়ছে কাঠ, ইটের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হচ্ে◌েছ ফসলি জমির মাটি। তবে দুঃখ জনক আর অপ্রিয় হলেও সত্য যে, এ সকল ইটের ভাটা গুলো বছরের পর বছর একই ভাবে অবৈধ উপায় অবলম্বনে চালিয়ে আসলেও অদৃশ্য শক্তিতে বছরের পর ভাটা গুলোর কার্যক্রম চালিয়ে আসলেও উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বলে দাবি সচেতন মহল, পথচারী সহ শিক্ষার্থীদের।
পরিবেশবিশেষজ্ঞদের মতে, ইটভাটা সৃষ্ট দূষণে বয়স্ক ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইটভাটার কালো ধোঁয়ার কারণে মানুষের ফুসফুসের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট ও ঠান্ডাজনিত নানা রোগ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এদিকে ভাটায় ফসলি জমির মাটি ব্যবহার করায় শতশত হেক্টর কৃষি জমির উর্বরতা হারাচ্ছে।কয়লার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাপক হারে ভাটায় ব্যবহার করা হচ্ছে জ্বালানি হিসাবে কাঠ। কাঠ ব্যবহারের ফলে উজাড় হচ্ছে এলাকার গাছপালা।ট্রাক্টরে করে মাটি ও কাঠ বহনের ফলে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সড়কগুলো।বেপরোয়া ভাবে চলাচলকারী ট্রাক্টর থেকে ঝরেপড়া মাটি বালিতে দামুড়হুদা বাস

স্ট্যান্ড থেকে জয়রামপুর শেখপাড়া পর্যন্ত ট্রাক্টর থেকে মাটি পড়ে আস্তরণ সৃষ্টি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না এটা পাকা রাস্তা না কাঁচা রাস্তা, বৃষ্টি হলেই ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।স্কুল কলেজে যাতায়াতকারী শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে যেমন চরমভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি দুর্ঘটনার ও আশংখা করছে অভিভাবকরা।

এবিষয়ে স্কুল চলাকালিন সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন সড়কের ট্রাক্টর চলাচল বন্ধ রাখতে থানার সরনাপন্ন হতে হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ভাটা মালিক বলেন, ভাটাগুলো যখন গড়ে তোলা হয় তখন এর আশেপাস কোন বসুতি এলাকা ছিলোনা। জনসংখা বৃদ্ধির কারনে বসতবাড়ী গড়ে উঠায় বসুতি এলাকা হয়ে গেছে। তার কয়লা ও কাঠের দুটি ভাটা রয়েছে। কাঠ পোড়ানোর বিষয় তিনি বলেন,কয়লার দাম ব্যপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় কয়লা দিয়ে ইট পোড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কয়লা দিয়ে ইট পোড়ানো হলে ত্রিশ হাজার টাকার উপরে ইট বিক্রি করতে হবে। বাধ্য হয়ে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে।তিনি আরো বলেন দীর্ঘদিন আগে পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবার সোনালী ব্যংকের মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়া হলে ও তারা পরিবেশের ছাড়পত্র দিচ্ছে না।

উপজেলার পাটাচোরা গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোশারফ হোসেন বলেন,তাদের গ্রামের ভৈরব নদীর সন্নিকটে রয়েছে,প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের সামনের সড়ক দিয়ে প্রতিনিয়ত ট্রাক্টরে করে ভৈরর খনন করা মাটি বহন করে ইটভাটা সহ বিভিন্ন স্থানে নেওয়া হচ্ছিল। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারনে ধুলা বালি উড়ার কারনে ও দুর্ঘটনার আশংকা নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাতায়াত কারী শিক্ষার্থী সহ পথচারিদের ঝুকি নিয়ে চলাচল করছিল। এমন অবস্থায় দামুড়হুদা মডেল থানার সহায়তায় স্কুল চলাকালীন সময় মাটি বহন বন্ধ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন বলেন, বিষয়টি খুবই খারাপ হচ্ছে। রাস্তার উপরে মাটির স্তুপ জমে ধুলাবালিতে রাস্তার পরিবেশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা হচ্ছে। একটু বৃষ্টি পড়লেই রাস্তার অবস্থা আরো খারাপ হবে, এক্সিডেন্ট হবে। আগে থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বিষয়টির উপর প্রশাসনের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেন তিনি।

উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান বলেন, ইটভাটা প্রায় সবই তিন ফসলি জমিতে গড়ে উঠেছে। এতে করে নির্গত কালো ধোঁয়ায়

ধানক্ষেত বিভিন্ন ফসল ব্যাপক ক্ষতি হয়। এছাড়া ও নতুন ভাটাবৃদ্ধি না পেলেও প্রতিবছর ভাটা সম্প্রসারিত হওয়ায় ফসলি জমি কমে যাচ্ছে। ফসলি জমি থেকে মাটির উপরের অংশ কেটে নেওয়ায় জমির উর্বরতা হারাচ্ছে।এসব ভাটা পরিবেশের পাশাপাশি কৃষি জমির ক্ষতি করছে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম বলেন, উপজেলায় ভাটা চালু হওয়ার শুরুতেই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে কয়েকটি ভাটায় জরিমানা করা হয়েছে এবং অভিযান অব্যহত থাকবে।

উল্লেখ্য,১৩ নভেম্বরের পর থেকে ৭ দিনের মধ্যে সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার অবৈধ ভাবে নির্মিত হওয়া ইট ভাটার কার্যক্রম ও জ্বালানি হিসেবে ইটভাটার কাঠের ব্যবহারে বন্ধের নির্দেশনা দিলেও ৭ দিন পেরিয়ে মাসের কাছাকাছি আসলেও চুয়াডাঙ্গা জেলাতে আদালতের নির্দেশনা বাস্তবতানের জন্য সংশ্লিষ্টদের তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় নি এখনো পর্যন্ত।ফলে এ উপজেলার অবৈধ ভাটা গুলোতে প্রকাশ্যেই চলছে অবৈধ উপায় অবলম্বন করে ইট পোড়ানোর মহোৎসব।

মেহেরপুরের সেই হোটেল আটলান্টিকায় সুনসান নিরাবতা

মেহেরপুর শহরের সেই আলোচিত হোটেল আটলান্টিকায় এখন সুনসান নিরাবতা। তরুণ তরুণীদের কোলাহল মুখর এই অভিজাত হোটেলে পাওয়া যায়নি একজনকেও। অথচ, দুই দিন আগেও শহরের ধনীর দুলাল দুলালীদের কোলাহলে মুখরিত থাকতো হোটেলের ইনডোর আউটডোরের সব ফ্লোরগুলো।

আজ বৃহস্পতিবার (১ ডিসেম্বর) বিকাল তিন টার সময় হোটেলটিতে গিয়ে পাওয়া যায়নি কাউকে। শুণ্য পড়ে আছে হোটেলের সব রুম। চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ছিলনা কোনো খোদ্দের।

হোটেলটির অভ্যর্থনাকেন্দ্রে অনিক নামের এক পরিচারিক (ওয়েটার) কে দেখা যায়। নিজেকে হোটেলের ওয়েটার পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, হোটেলের মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুনকে এক নারীসহ গতকাল

(৩০ নভেম্বর) ভোররাতের দিকে পুলিশ অভিযান চালিয়ে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন। এরপর থেকে হোটেলের সব লোকজনই পালিয়ে গেছে। আমি ছুটিতে ছিলাম। আজকে বাড়ি থেকে কর্মস্থলে এসে এসব শুনছি। হোটেলের আবাসিক রুমগুলো শুণ্য পড়ে আছে বলে জানান তিনি।

এছাড়া হোটেলের চাইনিজ রেস্টুরেন্টেটিও বন্ধ রয়েছে। আজকে কোনো খরিদদারও আসেনি বলে জানান তিনি।

জানা হোটেলটিতে রাত প্রতি দেড় হাজার থেকে শুরু হয়ে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ভাড়া গুনতে হয় বোর্ডারদের। এছাড়া হোটেলটিতে দিনে তরুণ তরুণীদের জন্য ঘন্টা চুক্তি ২ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এছাড়া সুইমিংপুলসহ বিশেষ কক্ষ ব্যবহারের জন্য গুনতে হয় মোটা অংকের টাকা। চাইনিজ রেস্টুরেন্টের নামে নিম্নমানের খাবারের দাম নেওয়া হয় বিশেষ ব্যবস্থায়।

হোটেল থেকেই বিভিন্ন খদ্দেরদের নারী সাপ্লাই দিয়ে থাকেন মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন।

ছন্দা নামের এক নারীসহ পিতা পুত্রকে আটকের পর ছন্দা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ১৬৪ ধারায় দেওয়া জবান বন্দীতে এসব কথা স্বীকার করেছেন। এরপর পিতা-পুত্রসহ ওই নারীকে কোর্টে চালান দেন।

এদিকে হোটেলের আরেক নারী নাজনীন খান প্রিয়াকে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে পুলিশ। নাজনীন খান প্রিয়াকে ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত। যে কোনো সময় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হবে থানায়।

উল্লেখ্য, গত বুধবার (৩০ নভেম্বর) ভোররাতের দিকে পুলিশ অভিযান চালিয়ে হোটেলের মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন ও ছন্দাকে পুলিশ আটক করে।

মেহেরপুরে নারীসহ হোটেল

আটলান্টিকার মালিক ও ছেলে গ্রেফতার

প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন ও ব্লাকমেইল অর্থ আদায়ের মুল হোতা মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক ও তার ছেলেসহ এক নারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন মেহেরপুর শহরের শিশুবাগান পাড়ার মৃতু কিয়ামুদ্দীনের ছেলে হোটেল আটলান্টার মালিক মতিয়ার রহমান (৫২) তার ছেলে মামুন (৩০) ও সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের এনামুল হকের মেয়ে ছন্দা খাতুন(৩০)।

আজ বুধবার (৩০ নভেম্বর) ভোররাতে সদর থানা পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের হোটেল আটলান্টিকায় অভিযান চালিয়ে এই তিন জনকে গ্রেফতার করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন আহমেদসহ সঙ্গীয় ফোর্স হোটেলটিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন ও ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজ্জনখানেক সুন্দরী নারী রয়েছে। চক্রের নারী সদস্যরা বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে হোটেল আটলান্টিকায় নিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে গোপন ক্যামেরায় ভিডিও ধারণ করে। পরে সেই ভিডিও নিয়ে শুরু হয় মোটা অংকের চাঁদাবাজী।

সাম্প্রতিক সময়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মীর সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতো প্রিয়া খানকে আসামি করে প্যানাল কোড ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬

ধারায় একটি মামলা করেন (মামলা নং ৩২, তারিখ ২২/১১/২০২২ইং)। মামলা দেওয়ার পর পুলিশ বিভাগ নড়ে চড়ে বসেন। শুরু হয় গোপন তথ্য সংগ্রহ।

গত ২২ নভেম্বর ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার মূল হোতা নাজনীন খান প্রিয়াকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রিয়া খানকে গ্রেফতারের পর তাকে ২ দিনের রিমান্ড নিলে বেরিয়ে আসে এই চক্রের ভয়ংকর তথ্য।

পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছেন, নাজনীন খান প্রিয়ার দলে ৯ জন সুন্দরী নারী আছেন। তারা বিভিন্ন সময়ে পুরুষদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে অসামাজিক কাজে লিপ্ত করে । ইতোমধ্যে তাদের ফাঁদে পড়ে নি:স্ব হয়েছেন সমাজের কয়েক শত ব্যবসায়ী, সরকারি চাকুরিজীবিসহ ধনাঢ্য ব্যক্তি।